হলদিয়াকে দূষণমুক্ত করতে নয়া উদ্যোগ

দুর্গাপদ মিশ্র, হলদিয়া ঃ এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসিয়ে শহরের নর্দমার জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তা কারখানার কাজে লাগানোর যৌথ উদ্যোগ নিচ্ছে হলদিয়া পুরসভা ও ইন্ডিয়ান অয়েল রিফাইনারি (আইওসি) কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে শিল্প শহরে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ও থার্মোকলের ব্যবহার বন্ধ করতে পুরসভা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে চটের ব্যাগ তৈরি করে বাজারে বিক্রিরও উদ্যোগ নিয়েছে। এই ব্যাগের ডিজাইন তৈরি করে দিচ্ছে আইওসির রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট শাখা। শহরকে পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত করতে পুরসভা ও শিল্প সংস্থা গাটছড়া বেঁধে প্রথম এভাবে যৌথ উদ্যোগ নিল। হলদিয়া পুরসভার চেয়ারম্যান শ্যামলকুমার আদক বলেন, শিল্পাঞ্চলে দূষণ কমাতে ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে আইওসি ও পুর কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে কয়েকটি উদ্যোগ নিচ্ছে। হলদিয়া আইওসি রিফাইনারির সঙ্গে এবিষয়ে পুরসভার শীঘ্রই মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ ও থার্মোকলের থালা বাটি থেকে শহরে দূষণ ও অপরিচ্ছন্নতা ব্যাপকহারে বেড়ে গিয়েছে। শহরের ছোট বড় নিকাশি নালা প্লাস্টিক আবর্জনায় বুজে গিয়ে জলের প্রবাহ কমে যাচ্ছে। নিকাশি নালায় জল দাঁড়িয়ে থাকার ফলে মশা মাছির উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। প্লাস্টিকের কারণে বর্ষার সময় ঠিকভাবে জল নিকাশি না হওয়ায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এজন্য আমরা সকলেই উদ্বিগ্ন। তাই প্লাস্টিক ও

থার্মোকলের ব্যবহার কমাতে উদ্যোগী হচ্ছে পুর কর্তৃপক্ষ। পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্যামল আদক বলেন, শহরে প্লাস্টিক দূষণ রুখতে পুরসভা ও আইওসির উদ্যোগে স্কুলে স্কুলে 'ইকো ক্লাব' তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিটি স্কুলে ২০ জনকে নিয়ে একটি টিম তৈরি হবে। তারা ছুটির দিনে হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন বাজার এলাকায় গিয়ে নাগরিকদের সচেতন করবে। কারও হাতে প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ থাকলে তার বদলে বাজার করার ব্যাগ নিয়ে আসার পরামর্শ দেবে। সেইসঙ্গে একটি করে চটের ব্যাগও তাদের হাতে ধরিয়ে দেবে ওই পড়ুয়ারা। পুরসভার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে এই চটের ব্যাগ তৈরি করা হবে। শুধু প্লাস্টিক ব্যাগ বন্ধ করা নয়, মানুষের মধ্যে তার বিকল্প চটের ব্যাগ ব্যবহারের অভ্যেস তৈরি করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে। এরফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আয়ের পথ খুলে যাবে। হলদিয়া আইওসির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর চন্দ্রকান্ত তেওয়ারি বলেন, পুরসভা ও শিল্প এলাকার নর্দমার যে নোংরা জল নদীতে গিয়ে মিশেছে তা থেকে দূষণ হচ্ছে। সঠিকভাবে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের বদলে জমিতে আবর্জনা ঢেলে দেওয়া হয়। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসিয়ে নর্দমার এই জলকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করা যেতে পারে। পরে সেই জল আইওসি আবার বাজার মূল্যে পুরসভার কাছ থেকে কিনে নেবে। এবিষয়ে কিছুদিন আগে আমরা পুরসভাকে প্রস্তাব দিই। পুরসভা এই প্রস্তাবে আগ্রহী হয়েছে। এই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট গড়ে তুলতে আর্থিক সহায়তা দেবে আইওসি এবং জমি দেবে পুরসভা।

তিনি বলেন, একই সঙ্গে আইওসি পুরসভা ও হলদিয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এইচডিএ) প্রস্তাব দিয়েছে, শিল্প শহরে যেসব ফাঁকা জায়গা রয়েছে সেখানে আইওসি যৌথ উদ্যোগে 'গ্রীণ বেল্ট' গড়ে তুলতে চায়। বন্দর এলাকাতেও এই ধরনের অব্যবহৃত জমি পড়ে রয়েছে। সকলে মিলে এই সব জায়গায় দূষণ প্রতিরোধক গাছ লাগিয়ে 'গ্রীণ বেল্ট' তৈরি করতে পারি আমরা।

জন সমাগম না হওয়ার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে মেদিনীপুরে মোদির সভা ঃ মানস

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ আগামী ১৬ জুলাই মেদিনীপুরের কলেজ মাঠে সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মোদির সভার জন্য মেদিনীপুরকে বেছে নেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে বিজেপিকে এক হাত নিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মানসবাবু। ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি নিতে এদিন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে যুব তৃণমূলের ডাকা প্রস্তুতি সভাতে হাজির হন তিনি। সাথে ছিলেন সভাপতি অজিত মাইতি, জেলার চেয়ারম্যান দিনেন রায়, যুব সভাপতি রমা গিরি প্রমুখ। প্রথম সভাটি হয় ক্ষীরপাই টাউন হলে। দ্বিতীয় সভাটি হয় ঘাটাল টাউন হলে, তৃতীয় সভা হয় দাসপুরে। আর এর মাঝে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, ২১ জুলাইয়ের আগে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর সভা হলে ২১ জুলাইয়ের মতো লোক করাতে না পারলে অসম্মানিত হতে হত। তাই চালাকি করে কলকাতার বদলে তুলনামূলকভাবে অনেক ছোট মাঠ মেদিনীপুর কলেজ মাঠকে মোদির সভার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মোদির আশার উদ্দেশ্য হিসাবে বেছে নেওয়া কেন্দ্রের কৃষি দপ্তরকে একহাত নেন তিনি। বলেন, সারা দেশের প্রতিবছর হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষকদের কথা বলছেন। আর সারা দেশে প্রতিবছর হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করছেন। পাশাপাশি এরাজ্যে কৃষকদের ভালো অবস্থার পরিসংখ্যান তুলে ধরেন তিনি এবং অন্যান্য সভার মতো এদিনও তিনি প্রতি সভাতে ২১ জুলাইয়েতে অন্যান্য বারের মতো এবারও ব্যাপক জনসমাগম হবে বলে দাবি করেন। শুধু তাই নয়, ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান কেন হয়নি সেই প্রশ্ন তুলে মোদির সভার দিন হাজার হাজার স্ক্রেল লাগানোর বার্তা দেন তিনি। অন্যদিকে এদিন যুব সভাপতি রমা গিরি সবকটি সভাতেই সুরত বক্সীর সুরে জানান, সব রাস্তাতেই মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগিয়ে দিতে হবে।

রামনগরে স্বনির্ভরগোষ্ঠীদের নিয়ে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর-১ নম্বর ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় উপস্থিত ছিলেন রামনগর-১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সভাপতি নিতাই চরণ সার, ব্লকের জয়েন্ট বিডিও মহীতোষ মহাপাত্র, ব্লকের এ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম অফিসার গণেশ কর্মকার প্রমুখ। এদিনের সভায় রামনগর-১ নম্বর ব্লকের ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘ ও মহাসংঘের শতাধিক মহিলারা হাজির ছিলেন। রামনগর-১ নম্বর ব্লকের বিডিও অনুপম বাগ বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রামনগর-১ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে কথা বলবেন। স্কুলের

ছাত্রছাত্রীদের পোশাক তাঁরা তৈরি করে দেবেন। তিনি আরও বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েতে কী কাজ হচ্ছে এবং কোন কাজ বন্ধ আছে, তা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের খতিয়ে দেখে অবিলম্বে ব্লক প্রশাসনকে রিপোর্ট দিতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও সদস্য বা সদস্যা যদি উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দেয় তাহলে ব্লক প্রশাসনের তরফে তাদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর দায়ের করা হবে। সপ্তাহে দু'দিন করে স্কুলে গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। স্কুলে বিভিন্ন ফলের গাছ লাগাতে হবে। তাঁদের বৃক্ষরোপণও করতে হবে। আরও ভালোভাবে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া নিয়ে মহিলাদের সচেতনও করা হয়।

মালয়েশিয়া থেকে ফিরল দুই যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারীর উদ্যোগে ও দেশের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের মধ্যস্থতায় মালয়েশিয়ায় কাজের সন্ধানে গিয়ে আটকে পড়া দুই যুবক বাড়ি ফিরল। কাঁথি-১ ব্লকের জুনপুট দুর্গাপুরের বাসিন্দা শুকদেব মাইতি ও ভাগ্নে মিন্টু ভুঞ্যা মালয়েশিয়ায় রাজমিস্ত্রীর কাজ করতে গিয়েছিল। জানা গেছে, বেশি উপার্জনের আশায় গত ১৫ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়ায় পাড়ি দেয় মামা-ভাগ্নে। অভিযোগ, ওই দুই যুবককে রাজমিস্ত্রীর কাজ দেবার কথা বলে নিয়ে গেলেও তাদের সেখানে পাহাড়ে গাছ কাটায় কাজ দেওয়া হয়। আরও অভিযোগ, শর্ত মতো কাজ না দেওয়ায় দুই যুবক দেশে ফেরার কথা বললে তাদের পাসপোর্টও আটকে রাখা হয়। শুধু তাই নয়, তাদের প্লেনভাড়া দিতে বলে ওই কোম্পানির সংস্থা। বাধ্য হয়ে জুন মাসে দুই যুবক পরিবারের লোকেদের ফোন করে সব কথা জানায়। পরে এদেশের বিদেশমন্ত্রী মালয়েশিয়ার বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। দুই দিন আগে মামা ও ভাগ্নে বাড়ি ফিরে এসেছে বলে জানা গেছে। এদের পরিবারের কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী ও দেশের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

বাবা-মায়ের উপর অভিমান, আত্মঘাতী সন্তান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মহিষাদল ঃ বাবা-মায়ের উপরে অভিমান করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলো চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্র। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে। মৃতের নাম শুভঙ্কর মাইতি (৮)। মহিষাদল থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্যে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। মহিষাদলের নৈগোপালপুরের বাসিন্দা গুরুপদ মাইতি। স্ত্রী ও এক ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার গুরুপদবাবুর। জানা গেছে, কয়েকদিন ধরে গুরুপদ মাইতির স্ত্রী অসুস্থ। তাই বুধবার সকালে স্ত্রীকে কলকাতায় চিকিৎসক দেখাতে নিয়ে যান এই ব্যক্তি। মৃত কিশোরের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শুভঙ্করও তার বাবা-মায়ের সাথে কলকাতা যেতে চেয়েছিল। বাবরাব কলকাতা যাওয়ার বায়না ধরলেও কাজ হয়নি। ঘরে তার দিদির সাথেই ছিল ওই কিশোর। আরও জানা গেছে, সকালে শুভঙ্করের দিদি টিউশনি পড়তে চলে যায়। স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়িতে কাকিমার কাছে ভাত খায় ওই চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। এর পরেই বাথরুমে যায় শুভঙ্কর। দীর্ঘক্ষণ না আসায় বাড়ির অন্যান্যরা ডাকাডাকি করতে থাকেন। সাড়া না পাওয়ায় বাথরুমের দরজা ভেঙে দেখতে পাওয়া যায়, গলায় গামছা জড়িয়ে ঝুলছে ওই ছাত্র। এরপর তাকে উদ্ধার করে দ্রুত মহিষাদল বাসুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাবা-মা তাকে সাথে করে কলকাতা না নিয়ে যাওয়ার কারণেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে শুভঙ্কর, বলে প্রাথমিক ধারণা পরিবার ও স্থানীয়দের। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের নিমতৌড়ি হোম থেকে হাওড়ার লিলুয়ার সরকারি হোমে চলে গেল হামিদা বেগম। ওখান থেকেই বাংলাদেশের কক্সবাজারে নিজের বাড়িতে ফিরে যাবে হামিদা। চাকুরি পাইয়ে দেওয়ার মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে এক নারী পাচার চক্র এই যুবতীকে বাংলাদেশ থেকে মহিষাদলে দেহব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। পুলিশ উদ্ধারের পর প্রায় ১২ মাস ধরে নিমতৌড়ি হোমে ছিল হামিদা। এখানে অ্যাম্বুলেন্স চালাত সে।

মারিশদায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত বৃদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মারিশদা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মারিশদার লোকালবাড়ের কাছে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃত সমীর মহাকুর (৭০)-এর বাড়ি মারিশদা থানার জগুদাশবাড় গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে তেলিপুকুর নিবাসী ওই বৃদ্ধ বাড়ির ফেরার পথে মারিশদা লোকালবাড়ের কাছে গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। রাস্তার উপর দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকে ওই বৃদ্ধ। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে মারিশদা থানার পুলিশ। এরপর পুলিশ বৃদ্ধকে উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা বৃদ্ধকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নাবালিকাকে বাড়ি ফেরাল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মান্দারমণি ঃ বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে তুলে দিল মান্দারমণি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে কালিন্দী ও মান্দারমণি রাস্তার মাঝ বরাবর দাদনপাত্রবাড় এলাকায় ওই নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে পুলিশ। খবর পেয়ে পুলিশ সেখান থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ১৪ বছর বয়সী নাবালিকা মেয়েটি কাঁথি থানার মহিষাগোট এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ আরও জানিয়েছে, কাঁথি থানায় খবর দিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে মেয়েটির মা জানিয়েছেন, এর আগেও সে অনেকবার কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

এগরায় নিম্নমানের খাবার, বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার এক অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে খাবার নিম্নমানের, এই অভিযোগে উত্তেজনা ছড়ালো। বুধবার ঘটনার প্রতিবাদে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ দেখালো পড়ুয়া, গর্ভবতী মহিলা ও স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, এগরা পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের ১৬৪ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের করা হচ্ছে খাবারে। আরও অভিযোগ, এই বিষয়ে বারবার বলেও কোনও লাভ হয়নি। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, এদিনের পরেও পরিস্থিতি বদল না হলে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

বচসা চলাকালীন হৃদরোগে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ জমিসংক্রান্ত বিবাদকে ঘিরে ছেলের সাথে বচসা চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে। মৃত বৃদ্ধার নাম মদন জানা (৮৪)। বাড়ি এগরা থানার পানিপারুল গ্রামে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে পারিবারিক বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে ছেলের বচসা হয়। এরপর মদনবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পরে মদনবাবু মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পরিবারের লোকেরা তাঁকে উদ্ধার করে এগরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। বুধবার এগরা থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃত পরিবারের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যার পরিকল্পনা, বাঁচাল প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভগবানপুর ঃ বাড়ির গণ্ডনার থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করতে যাওয়া দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দিল প্রশাসন। দু'জনের বাড়ি মহিষাদলে। দু'জনেই দশম শ্রেণির ছাত্রী। মহিষাদলের গড়কমলপুরের বাসিন্দা আমিনা খাতুন ও জগন্নাথপুরের বাসিন্দা আঞ্জুরা খাতুন। জানা গেছে, দুই দিন আগে এই দুই সহপাঠী বাড়িতে না জানিয়ে ঘুরতে যায়। অভিযোগ, এরপরে বাড়ি ফিরতেই তাদের উপরে শুরু হয় অত্যাচার। এই নাবালিকারা জানিয়েছে, অত্যাচার ও গঞ্জনা কমার থেকে বাড়তে থাকে। তাই বুধবার এরা আত্মহত্যা করবে বলে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসে। জানা গেছে, মহিষাদল থেকে বাসে চেপে মেছেদার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দেয়। বাসে এক মহিলা যাত্রীর এদের কথাবার্তায় সন্দেহ হয়। তিনি নানাভাবে কথার ছলে এদের মতলবের কথা জানতে পেরে তাদের নিমতৌড়ি তমলুক উন্নয়ন সমিতিতে নিয়ে আসেন। তমলুক উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক যোগেশ সামন্ত জানিয়েছেন, দুই নাবালিকার কাউন্সিলিং করার পাশাপাশি তমলুক ও মহিষাদল থানার মাধ্যমে এদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হয়। যোগেশ সামন্ত জানিয়েছেন, দুই নাবালিকার বাবা-মায়ের কাউন্সিলিং করা হয়। তারপরে তাদের হাতে এই দুই নাবালিকা দশম শ্রেণির ছাত্রীকে তুলে দেওয়া হয়। অপরদিকে তার অপরাধ সে পড়তে চায়। কিন্তু পরিবার চায় এখনই তার বিয়ে দিতে। তাই বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালালো এক ১৭ বছরের নাবালিকা। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার জনাদাঁড়িতে। এরপরেও অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে মাত্র এক মিনিটের একটি অডিও রেকর্ড করে বন্ধুর মোবাইল থেকে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিল ওই নাবালিকা। আর তাতেই কাজ হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপে নাবালিকার কান্নাভেজা কণ্ঠ শুনে ঘটনাটি জানাতে পারে পুলিশ-প্রশাসন। এরপরই তৎপর হয় পুলিশ। বিয়ে বন্ধ করার পাশাপাশি গোপীনাথপুর হাইস্কুলের ক্লাস টুয়েলভের ছাত্রী এই নাবালিকাকে প্রশাসনের উদ্যোগে হোমে পাঠানো হয়। অভিযোগ, বিয়ে করতে না চাওয়ায় তার বাবা এবং মা নিয়মিত মারধর করতো এই ছাত্রীকে। এর থেকেই মুক্তি পেতে এই ছাত্রী গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিল। আটদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর কয়েকদিন আগে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরে সে। তারপরেই ফের পরিবারের লোকেরা বিয়ের জন্যে চাপ দিতে শুরু করে। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে প্রতিবেশি এক দাদার মোবাইলে নিজের নাম-পরিচয় সহ ঘটনার বিবরণ অডিও রেকর্ড করে বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেটি পোস্ট করে। ভাইরাল হতেই সেটি পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাদের নজরে আসে। নাবালিকার পরিবারের অবশ্য দাবি, স্থানীয় এক বখাটে যুবকের সাথে প্রণয়ে জড়িয়ে পড়েছে তাদের মেয়ে। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা তাকে ভালো জায়গায় বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। বিয়ে না করতে চাওয়ায় সামান্য মারধর করা হয় মেয়েকে। তবে এর মধ্যে কোনও অন্যায় আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। মেয়ে ভালোভাবে পড়াশুনা করতে চাইলে তাঁরা রাজী বলেও দাবি করেছেন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু বলেন, আমরা অডিওটি হাতে পাওয়ার পর ওই নাবালিকার বাড়িতে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশকে পাঠাই। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরাও সঙ্গে যান। নাবালিকার মুখে সব কথা শোনার পর সোমবার সন্ধ্যেয় তাকে হোমে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।